

গণদাঙ্গা

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ১ সংখ্যা

২৯ জুলাই - ৪ আগস্ট ২০২২

www.ganadabi.com

আট পাতা

মূল্য : ৩ টাকা

পৃ. ১

মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ পালন করুন ৫ আগস্ট ১৯২৩ - ৫ আগস্ট ১৯৭৬

“ভোটের মারফত হাজার
বার সরকার পাণ্টে বা আক্ষরিক
অর্থে আইন-কানুন সংশোধন
করার চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে
পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী
শোষণব্যবস্থা থেকে
জনসাধারণের মুক্তি অর্জন
অসম্ভব। এই মুক্তি অর্জনের
একমাত্র পথ হচ্ছে—গণতান্ত্রিক
আন্দোলনগুলিকে সঠিক বিপ্লবী



কায়দায় পরিচালনা করার মধ্য
দিয়ে ধীরে ধীরে জনসাধারণের
অমোঘ বিপ্লবী সংঘর্ষ গড়ে
তোলা এবং বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির
দলের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব
সম্পন্ন করা। এ ছাড়া
জনসাধারণের মুক্তির আর
কোনও দ্বিতীয় রাস্তা নেই।”
(১৫ আগস্টের স্বাধীনতা ও
গণমুক্তির সমস্যা)

গরিব মানুষের খাদ্যেও জিএসটি চাপাল বিজেপি সরকার

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ
সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৯ জুলাই এক
বিবৃতিতে বলেন, এমনিতেই খাদ্য সহ সমস্ত
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির
ফলে সংকটে নিমজ্জিত মানুষ কোনও দিকে
সুরাহার পথ পাচ্ছে না। এর উপর স্বাধীনতার ৭৫
বছর উপলক্ষে ঘোষিত ‘অমৃত মহোৎসবে’ বিজেপি
সরকারের ভাঙার থেকে বর্ষিত একের পর এক
ভয়ঙ্কর ‘উপহার’ তাদের বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে।

এর একেবারে সাম্প্রতিক নিদর্শন প্যাকেটে
বিক্রি হওয়া চাল, মুড়ি, ডাল, লেবেল লাগানো
দুধ, দই, লসি, ঘোল ইত্যাদির উপর ৫ শতাংশ
জিএসটি চাপানোর নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত। সরকারি
ঘোষণার সাথে সাথে বাজারে এই অতিপ্রয়োজনীয়
পণ্যগুলির দাম অন্তত ১০ শতাংশ বেড়ে গেছে।
এর ফলে নিশ্চয় অর্থমন্ত্রীর মুকুটে একটা নতুন
পালক যোগ হবে। তিনি রাজকোষ ঘাটতি কমাতে
সাতের পাতায় দেখুন

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি দোষীদের কঠোর শাস্তি চাই

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর গ্রেফতার প্রসঙ্গে এস ইউ
সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস
ভট্টাচার্য ২৩ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন,
অবৈধভাবে শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্নে দুর্নীতির সাথে
জড়িত থাকার অভিযোগে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও
বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রেফতারের ঘটনা সুনির্দিষ্টভাবে
প্রমাণ করছে, শিক্ষক নিয়োগের প্রশ্নে কোটি কোটি
টাকার লেনদেন হয়েছে। আমরা আইনসঙ্গত
বিচারের ভিত্তিতে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি চাই।
আমাদের দাবি, মেধাতালিকাভুক্ত চাকরিপ্রার্থীরা,

যাঁরা প্রায় ৫০০ দিন ধরে সমস্ত প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য
করে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করে যাচ্ছেন, তাদের
অবিলম্বে চাকরিতে নিয়োগ করতে হবে।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, দীর্ঘদিন ধরে
কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে যে দলই ক্ষমতায় থাকছে
তাদের বেশ কিছু মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বারবার দুর্নীতির
অভিযোগ উঠছে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে তদন্ত না
করে ক্ষমতাসীন দল এই অভিযোগগুলি ব্যবহার
করছে সংকীর্ণ ভোট রাজনীতির স্বার্থে। ফলে বহু
ক্ষেত্রে প্রকৃত দোষীরা নিস্তার পেয়ে যাচ্ছে।

প্যানেলভুক্তদের অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে



শিক্ষক নিয়োগে লাগামহীন দুর্নীতির নিরপেক্ষ তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি, প্যানেলভুক্ত চাকরিপ্রার্থী
সহ সব শূন্য পদে নিয়োগের দাবিতে কলকাতায় রাস্তা অবরোধ এআইডিএসও-র। ২৪ জুলাই

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা আত্মস্থ করার দ্বারাই কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার জনগণের শ্রদ্ধেয় নেতায় পরিণত হয়েছিলেন

স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরো সদস্য,
জয়নগরের সাত বারের বিধায়ক, বিশিষ্ট জননেতা কমরেড দেবপ্রসাদ
সরকার গত ২৮ জুন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১১ জুলাই দক্ষিণ
২৪ পরগণার জয়নগরে শচীন ব্যানার্জী-সুবোধ ব্যানার্জী স্মৃতি
ময়দানে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের
প্রবীণ নেতা কমরেড রবীন মণ্ডল। প্রধান বক্তা ছিলেন সাধারণ
সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তাঁর ভাষণটি প্রকাশ করা হল।

জয়নগরে এইভাবে আসতে হবে, আমি ভাবিনি। গত ২৫ এপ্রিল
কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার আমার সাথে ফোনে কথা বলেছিলেন।
আমাকে বললেন, ২৪ এপ্রিল আপনি এই বয়সে এত রোদে এতক্ষণ
কেন বললেন। তারপর বললেন, অবশ্য বলার দরকার ছিল। আমি
বললাম, আপনার সাথে তো অনেকদিন দেখা হয়নি। বললেন,
একদিন আসুন। সেই আমি এলাম, আজকের এই স্মরণসভায়। এটা



খুবই দুঃখ এবং বেদনার। আমাদের দলের প্রত্যেক নেতা এবং কর্মী
সকলকেই আমরা দলের মূল্যবান সম্পদ হিসাবে গণ্য করি।
বিশেষভাবে যখন কোনও বড় নেতাকে আমরা হারাই সেটা দলের
একটা বিরাট ক্ষতি। সে যাই হোক, অনিবার্য মৃত্যু মানতেই হবে।
কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের জীবনের সংগ্রাম এবং কীভাবে কঠিন
কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে তিনি জনপ্রিয়তার, জনগণের শ্রদ্ধার এমন
শীর্ষস্থানে পৌঁছতে পেরেছিলেন, সেটা অনেকের কাছেই বিস্ময়কর
লাগবে। আপনারা অনেকেই জানেন না, হয়তো এই শহরের বা
আশপাশের আমার বয়সী কেউ যদি এই মিটিংয়ে থাকেন, তাঁরা
স্মরণ করবেন প্রথম জীবনে তিনি একজন শাস্ত্র, ধীরস্থির, নিরীহ,
মুদুভাষী, স্বল্পবাক মানুষ এবং আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। প্রয়োজনের
অতিরিক্ত কোনও কথা তিনি ঘরেও বলতেন না, বাইরেও না।
মেলামেশাও তেমন করতেন না।

দুয়ের পাতায় দেখুন

সর্বপ্রকার কলুষতা থেকে মুক্ত ছিলেন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

একের পাতার পর

কিন্তু এলাকার মানুষ ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক তাঁকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখত। সেই মানুষটি কী সংগ্রাম করে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে জীবনে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে সমাজ পরিবর্তনের মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করে এই ধরনের ক্ষমতার অধিকারী হতে পেরেছিলেন! এটা অবশ্যই বুঝতে হবে।

ক্ষমতা, যোগ্যতা সঠিক সংগ্রামের ফল

অনেকে ভাবে আমার দ্বারা হবে না, আমার পক্ষে সম্ভব নয়— এরকম করে নিজেরা নিজেদের উদ্যোগকে খর্ব করে। ক্ষমতা, যোগ্যতা, প্রতিভা আপনা-আপনি হয় না। এটা অর্জন করতে হয়। এটা একটা সংগ্রামের ফল। আবার যে কোনও সংগ্রামের দ্বারাও হয় না। একটা মহৎ আদর্শ, একটা সঠিক বিপ্লবী আদর্শ, সংগ্রামী আদর্শকে জীবনে পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রে আপসহীনতা বজায় রেখে ক্রমাগত এগিয়ে চললেই তা অর্জন করা সম্ভব। যদিও আমি জানি, উনি, আমি বা আমার বয়সী যারা, আমাদের শৈশব, কৈশোর, যৌবনের শুরুতে ভারতবর্ষের আর একটা সময় ছিল, আর একটা যুগ আমরা দেখছি। যে যুগ এখন বিস্মৃতির অতলে চলে গেছে। আমার বয়সী অনেকেই ঘরে ঘরে তখন সেই যুগের কিছু সম্পদ অর্জন করতে পেরেছিল। যে যুগে ঘরে ঘরে মায়ের অশ্রুসজল কণ্ঠে ছিল ক্ষুদ্রিরামের আত্মস্মৃতির গান, সেই যুগে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাড়িতে প্রাতঃস্মরণীয় হিসাবে ছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র, নজরুল— এইসব মনীষীরা। স্কুলের শিক্ষকরা অনেকে স্বদেশি আন্দোলনের সৈনিক ছিলেন। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা ছাত্রদের সেই সংগ্রামের কথা বলতেন। সেই যুগে শহরে বা গ্রামে যে কোনও পাড়ায় বয়স্ক লোক মাত্রেই ছোটদের স্থানীয় অভিভাবক ছিলেন। ছোটরাও তাঁদের মান্য করত। সেই যুগে পরিবার ভাঙব, বৃদ্ধ বাবা-মাকে দেখব না, গরিব ভাইবোনকে দেখব না, গরিব আত্মীয়স্বজনকে দেখব না, এ কথা কেউ ভাবতেই পারত না। এই রকম একটা যুগেই আমাদের শৈশব, কৈশোর। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারও সেই যুগেরই ফসল।

কমরেড শিবদাস ঘোষ একটা কথা বলতেন, সর্বহারা বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করতে হলে আগে মানবতাবাদী মূল্যবোধ অর্জন করতে হবে। বলতেন, স্বদেশি আন্দোলনের যুগের, নবজাগরণের অধ্যায়ের মহান চরিত্র, বিপ্লবী যোদ্ধা, বিপ্লবী সৈনিকদের চরিত্রের থেকে গ্রহণ করো। এঁদের থেকে শেখো। এখান থেকে যাত্রা শুরু করো। তারপর লড়াই করতে করতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ অধ্যয়ন ও জীবনে প্রয়োগ করতে করতে, শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম গড়ে তুলতে তুলতে সর্বহারা উন্নত সংস্কৃতি ও চরিত্র অর্জন করতে হবে। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের সূচনা স্বদেশি আন্দোলন যুগের শেষ অধ্যায়ে এই মানবতাবাদী মূল্যবোধকে ভিত্তি করে।

দ্বিতীয়ত আরও একটি জিনিসও আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। এই জয়নগর শহরেরই রূপ-অরূপ হলে এস ইউ সি আই দলের প্রথম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। তখন এটা একটা ভাঙাচোরা হল ছিল, এখন উন্নত হয়েছে। আজ ভারতের ২৩টি রাজ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে বিপ্লবী যোদ্ধারা বিপ্লবের বাণ বহন করছে, সংগ্রাম করছে। সেদিন ছিল শুধু মুষ্টিমেয় কয়েক জন। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এই শহরেরই বাসিন্দা প্রথমে যুগান্তর দলের বিপ্লবী ধারার সৈনিক, পরবর্তীকালে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ কমরেড শচীন ব্যানার্জী। কমরেড শচীন ব্যানার্জী এই শহরে নানা ক্লাব, সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিপ্লবী মন্ত্রে অনেক যুবককে তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কিছুদিন পরেই তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আর একজন বিপ্লবী সংগঠক কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী। এই শহরে বিভিন্ন পাড়ায় যুবকদের মধ্যে কমরেড শচীন

ব্যানার্জী-কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর যে প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বিশেষভাবে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের বড় দাদা কমরেড প্রফুল্ল সরকার। তাঁকে তিনি পিতৃতুল্য সম্মান করতেন, আমরাও তাঁকে সম্মান করি। তিনি কমরেড শচীন ব্যানার্জীর প্রায় দক্ষিণ হস্তের মতো ছিলেন। আর একজন ছিলেন কমরেড সুধীর ব্যানার্জী। কমরেড প্রফুল্ল সরকারের বাড়িতে কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর যাতায়াত, পরবর্তীকালে কমরেড শিবদাস ঘোষের যাতায়াত, অবস্থান, আলোচনা— এগুলি কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের চিন্তাজগতে প্রভাব ফেলছিল ধীরে ধীরে। তিনি ধীরে ধীরে দলের সাথে যুক্ত হতে থাকেন। কমরেড ইয়াকুব পৈলানেরও এখানে একটা ভূমিকা আছে। পৈলান সাহেব প্রথাগত পড়াশোনার খুব সুযোগ পাননি। তিনি দেবপ্রসাদ সরকারকে শিক্ষক হিসাবে নিলেন পার্টির ইংরেজি বই, ইংরেজি মুখপত্র বাংলায় পড়ে শোনানোর জন্য। এ ভাবেই কমরেড পৈলান সাহেবের সাথে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। এরপরে ধীরে ধীরে তিনি সক্রিয় কর্মী হিসাবে গড়ে উঠতে থাকেন। তারপরে শিক্ষক আন্দোলনে যুক্ত হন। আপনারা শুনেছেন তিনি শিক্ষক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

আমরা নির্বাচনে অংশ নিই কেন

আপনারা জানেন আমাদের দল বিপ্লবী দল। আমরা বিশ্বাস করি এবং জনগণকেও বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলি, ভোটের দ্বারা, নির্বাচনের দ্বারা যারাই ক্ষমতায় আসুক, এমনকি আমরাও যদি ক্ষমতায় যাই, শোষণ-অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধ করা যাবে না— যতক্ষণ শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে বিপ্লবের দ্বারা উৎখাত করা সম্ভব না হচ্ছে। এই কথা সবসময়ই আমরা বলি। তা সত্ত্বেও আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি। এটা মার্ক্সবাদের শিক্ষা, মহান লেনিনের শিক্ষা। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতক্ষণ বিধানসভা, লোকসভা সম্পর্কে, নির্বাচন সম্পর্কে মানুষের মোহ থাকে, যতক্ষণ মানুষ ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক নির্বাচনের জালে জড়িয়ে যায়, সেই মানুষগুলির সাথে থাকা, সেই মানুষগুলির কাছে এই বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া। আমরা নির্বাচনে অংশ নিই এটা বোঝাতে যে ভোটের দ্বারা হবে না, বিপ্লবই একমাত্র পথ। আর নির্বাচনে যদি জয়যুক্ত হই, আমাদের প্রতিনিধি বিধানসভায় হোক, লোকসভায় হোক, সেখানে দাঁড়িয়ে শ্রমিক-কৃষক-অত্যাচারিত মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেয়। সরকার বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে মালিকশ্রেণির স্বার্থে একটার পর একটা আইন প্রণয়ন করলে তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে এবং তার মুখোশ খুলে দেয়। দেখিয়ে দেয় এই বিধানসভার দ্বারা, এই লোকসভার দ্বারা, এই সরকারের দ্বারা জনজীবনের সমস্যার সমাধান হবে না। এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্যই আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, লোকসভায়, বিধানসভায় যদি জয়যুক্ত হতে পারে, এই ভূমিকা পালন করে। আবার বাইরে আমরা একটার পর একটা শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের আন্দোলন গড়ে তুলি। এটা চলবে ততদিন, যতদিন না মানুষ নির্বাচনকে বর্জন করে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

বিধানসভায় আমাদের দলের প্রথম প্রতিনিধি ছিলেন কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী। আপনারা অনেকেই তাঁকে দেখেননি, নাম শুনেছেন, কেউ কেউ হয়তো দেখেছেন। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীই ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একমাত্র শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী প্রতিনিধি যিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে বলিষ্ঠভাবে বিধানসভায় লড়াই করে গেছেন সম্পূর্ণ একক ভাবে ১৯৫২ সাল থেকে প্রায় '৬৬ সাল পর্যন্ত। তার প্রভাব শুধু পশ্চিমবাংলায় নয়, পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও পড়েছিল। এ-ও অনেকের স্মরণে আছে '৬৭ সালে '৬৯ সালে দু'বার যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়। আমরা সেই সরকারের অংশীদার ছিলাম। সেখানে এক দিকে সিপিএম, সিপিআই, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক, বাংলা কংগ্রেস— তারা বুর্জোয়া শ্রেণির

স্বার্থে সরকার পরিচালিত করছিল, আর আমরা অন্য দিকে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থে সরকার পরিচালনার জন্য সংগ্রাম করছিলাম। এই নিয়ে বিরাট মতপার্থক্য হয়, বিতর্ক হয়। আমাদের প্রতিনিধি হিসাবে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের উপরে পুলিশি হামলা করতে দেবে না। এতে ভারতবর্ষের পুঁজিপতি শ্রেণি আতঙ্কিত হয়, চাপ দেয় এস ইউ সি আই-কে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিতে হবে, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীকে বাদ দিতে হবে। বুর্জোয়া শ্রেণির চাপে সিপিএম, সিপিআই, বাংলা কংগ্রেস '৬৯ সালে সুবোধ ব্যানার্জীকে শ্রমদপ্তর থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকে। তার পরে বুর্জোয়া শ্রেণির চাপেই সিপিএম আমাদের সাথে একত্রিত হয়ে '৭৭ সাল থেকে তাদের একটানা শাসন চলে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের একটানা আন্দোলনও চলে। আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সিপিএম-এর পুলিশ বাহিনী ও গুণ্ডাবাহিনী যৌথভাবে একটানা নৃশংস আক্রমণ, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আমাদের কয়েক শত নেতাকর্মীকে খুন করেছে সিপিএম সরকার। এর আগে কংগ্রেসও করেছিল, সিপিএমও করেছে। এই কিছুদিন আগে তৃণমূলও আমাদের এক নেতাকে মৈপীঠে হত্যা করেছে। এর একমাত্র কারণ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এদের সকলের কাছেই বিপজ্জনক। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি, শোষিত জনগণের প্রতিনিধি, লড়াইয়ের দল। তাই এর দ্বারা তারা আমাদের দলের অগ্রগতি রুখতে পারেনি।

বিধানসভায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল

১৯৭৪ সালে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর মৃত্যুতে আমাদের সামনে সমস্যা হাজির হয়— জয়নগর কেন্দ্রে কাকে ভোটে প্রার্থী করা হবে। কিছু নাম আসে। আমরা অফিসে আলোচনা করি। এমন সময় কমরেড শিবদাস ঘোষ বৈঠকে ঢোকেন। তিনিই কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের নাম প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব করেন। সবাই চমকে ওঠে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেবপ্রসাদ সরকারই যোগ্যতম প্রার্থী হবেন এখানে। মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ মানুষ চেনার অদ্বিতীয় জহুরি ছিলেন। তখন পার্টি এই সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনের আগে কমরেড শচীন ব্যানার্জী কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারকে ডেকে পাঠান। প্রস্তাব করেন, তুমি নির্বাচনে দাঁড়াবে। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার চমকে ওঠেন, বলেন, আপনি কোন যুক্তিতে আমার নাম করছেন। আমি কি এই পদের যোগ্য? আমি কি পারব? কমরেড শচীন ব্যানার্জী বলেন, তোমার নাম কে প্রস্তাব করেছেন জানো? কমরেড শিবদাস ঘোষ। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার আর কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি জানলেন যে, এটা কমরেড শিবদাস ঘোষের সিদ্ধান্ত। এরপরে শুরু হল তাঁর এক কঠিন কঠোর সংগ্রাম। বিধানসভায় তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো কেউ ছিল না সেই সময়। আইনকানুন, নিয়ম জানার সুযোগও তাঁর ছিল না। তিনি নির্বাচিত হওয়ার পরে দিনের পর দিন বিভিন্ন বই সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করলেন। জনগণও তাঁকে নির্বাচিত করেছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টির প্রতি আস্থা রেখেই। তখনও জয়নগর কেন্দ্রের গ্রামে গ্রামে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিলেন না। পার্টির প্রতি মানুষের আস্থা আর যেখানেই গেছেন, তাঁকে দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন— অত্যন্ত সরল, স্বচ্ছ, সর্বপ্রকার কলুষতামুক্ত, সত্যতার জীবন্ত প্রতীক একটা শুভ মূর্তি যেন দাঁড়িয়ে আছেন। যাকে দেখলেই মানুষের মনে ভক্তি জাগে, শ্রদ্ধা জাগে, বিশ্বাস আসে। উনি যে খুব জ্বালাময়ী ভাষণ দিতেন তা নয়। অল্প কথায় বক্তৃতা দিতেন, কিন্তু সেই কথার মধ্যে যুক্তি ও আবেদনের শক্তি এমন থাকত যার প্রভাব মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করত। বিধানসভায় তিনি আর কমরেড প্রবোধ পুরকায়িত ছিলেন। তিনি দলের নেতা হিসাবে কাজ করতেন। কিছুদিন বাদে কমরেড প্রবোধ পুরকায়িতকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে কারারুদ্ধ করানো হল। এগুলি আপনারা জানেন। আমাদের দলের প্রথমে দু'জন পরে একজন প্রতিনিধি হয়ে যায়। বিধানসভায় দলীয় প্রতিনিধির সংখ্যার হিসাবে

তিনের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই (সি)-র রাজনীতি কোথায় ভিন্ন বোঝা যেত কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারকে দেখে

দুয়ের পাতার পর

বলার সময় নির্দিষ্ট থাকে। ফলে আমাদের বিধায়ক এক মিনিট, দেড় মিনিট, দু'মিনিট সময় পেতেন। তাও অনেক কষ্ট করে আদায় করতে হত। সরকার পক্ষে তখন সিপিএম, বিরোধী পক্ষে কংগ্রেস, তৃণমূল। সবাই আমাদের বিরোধী। তার মধ্যে একক কণ্ঠে এক দেড় মিনিটের মধ্যে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচারবিশ্লেষণ করে সরকারের পুঁজিপতি শ্রেণিস্বার্থবাহী যে বিল, আইন, তার মুখোশ খুলে দেওয়া— এই কঠিন কাজটা তিনি করতেন। অন্যরা হই-হট্টগোল করত, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। কিন্তু এ সবে কোনও ভূক্ষেপ না করে পাণ্টা কোনও কটুক্তি না করে অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে নিজের বক্তব্য রাখতেন। এখন বিধানসভার চেহারা কী আপনারা মাঝেমাঝে খবরের কাগজে পড়েন। বিধানসভার এই চেহারা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী দেখে যাননি। পরবর্তীকালে বিধানসভার অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে— কুৎসিত গালাগালি, নোংরা উক্তি, হাতাহাতি, মারামারি, কদর্যতা, কলুষতায় অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিধানসভার মধ্যে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে অনুপ্রাণিত সর্বহারা সংস্কৃতির প্রজ্জ্বলিত শিখায় আলোকিত কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ছিলেন এক উজ্জ্বল তারকা।

সাংবাদিকদের চোখে

আপনারা কেউ কেউ জানেন, তাঁর মৃত্যুর পরে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক সোসাল মিডিয়াতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ অবসরপ্রাপ্ত, কেউ এখনও কর্মরত। এঁদের আমরা কেউ লিখতে বলিনি। আমরা জানতামও না তাঁদের বক্তব্য সোসাল মিডিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে। জানার পর সেগুলো সংগ্রহ করে আমাদের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণদর্শী'তে কয়েকটা প্রকাশিত হয়েছে। কী গভীর শ্রদ্ধা! বোঝা যায় এই সাংবাদিকদের বিবেকের দংশন ছিল। কারণ তাঁরা বিধানসভার ভেতরে-বাইরে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারকে দেখেছেন, চিনেছেন, লড়তে দেখেছেন। কিন্তু তাঁরা যা রিপোর্ট করতেন, মালিকরা তা ছাপতে দিত না। আপনারা তো জানেন, আমরা লক্ষ লক্ষ লোকের মিটিং মিছিল করলেও সংবাদপত্রে তার কোনও খবর বা ছবি থাকে না। কারণ এই দল মালিকদের শত্রু। এই সংবাদপত্রগুলি টাটা-বিড়লা-আস্বানি-আদানিদের প্রতিনিধি। যে সব দল মালিক শ্রেণির সেবাদাসত্ব করে, মালিকদের পরিচালিত সংবাদমাধ্যম সেই সব দলের নেতার নামেই প্রচার করে, সেই সব দলের কথাই প্রচার করে। তারা একশো লোকের মিটিং করলেও হাজার লোকের মিটিং বলে দেখায়। আর আমরা দশ হাজার লোকের মিটিং করলেও টিভি-খবরের কাগজে স্থান পাই না। এই সাংবাদিকদের মধ্যেও এ নিয়ে মানসিক কষ্ট, যন্ত্রণা আছে। তাই তাঁরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগুলি লিখেছেন। কেউ কেউ লিখেছেন দেবপ্রসাদ সরকার একা, কিন্তু তিনি

একা ছিলেন না। তিনি একশো লোকের সমান ছিলেন। একশো লোকের বলিষ্ঠ শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে। কেউ কেউ লিখেছেন, আদর্শনিষ্ঠার জীবন্ত প্রতীক হিসাবে তিনি বিরামহীন সংগ্রাম করে গেছেন। কোনও ব্যঙ্গবিদ্রূপে তিনি ভ্রক্ষেপ করেননি। খবরের কাগজে খবর বেরিয়েছে কি না, টিভিতে খবর বেরিয়েছে কি না, এগুলি তিনি কোনও দিন লক্ষ্য করতেন না। নিজের নাম প্রচারের তাঁর কোনও মোহ ছিল না। কেউ কেউ লিখেছেন, তাঁকে দেখলে বোঝা যায় একটা আদর্শের প্রতি, একটা নীতির প্রতি নিষ্ঠাবান থাকলে কীভাবে বলিষ্ঠতা অর্জন করা যায়। কেউ লিখেছেন, তিনি শুধু বিরল ছিলেন না, ছিলেন বিরলতম। কেউ লিখেছেন, তাঁর এই সংগ্রাম, এই আদর্শনিষ্ঠা, এই দায়িত্ববোধ, এগুলি স্মরণ করলে আমাদের স্বার্থপরতা, আমাদের ক্লোজড জীবনকে স্মরণ করে আত্মধিকার জাগে। এই হচ্ছে সাংবাদিকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি। বিবেকের জ্বালা থেকে স্বেচ্ছায় তাঁরা লিখেছেন। যা কোনও দিন তাঁরা তাঁদের সংবাদপত্রে বলতে পারেননি, কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের মৃত্যুর পরে তাঁরা সেটাই করেছেন।

কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার দীর্ঘদিন বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে যতটুকু সময় যে দিন মিলেছে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় বলিয়ান হয়ে শোষিত মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। সেই সময়ে তাঁর চেহারাই সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যেত। সাধারণত তাঁর যে চেহারা আপনারা দেখতেন সেই শান্ত-শিষ্ট মানুষটি নন, বিধানসভায় তাঁর কণ্ঠস্বর দৃপ্ত, বলিষ্ঠ। বিপ্লবী বলিষ্ঠতা বলতে যা বোঝায়। যারা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত, তারাও লজ্জায় অধোবদন হত তাঁর চাহনি দেখে। অন্যরা তাদের ধিক্কার দিত।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। একদিন অসতর্কতার জন্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বিধানসভায় একটি ভুল সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন। পরে অনুতপ্ত হয়ে তিনি পাঁচটি অফিসে বললেন, আমি এই ভুল স্বীকার করব বিধানসভায়। আমরাও সম্মত হই। পরদিন বিধানসভার শুরুতেই স্পিকারকে জানাতে তিনি বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, এ কী বলছেন আপনি! এই সভায় সকলের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি ভুল স্বীকার করবেন! এর দরকার নেই। আপনি ছেড়ে দিন। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, তা হয় না। এটা আমাদের দলের শিক্ষা, ভুল করলে স্বীকার করতে হয়। সমগ্র বিধানসভাকে অবাক করে সেদিন তিনি ভুল স্বীকার করলেন।

আমাদের দলের প্রতিনিধি হিসাবে সংসদীয় জীবনে প্রথমে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী,

পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বিধানসভায় এই ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারপরে কমরেড তরুণ নস্করও একই ভূমিকা পালন করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। লোকসভায় কমরেড তরুণ মণ্ডলও বিপ্লবী দলের প্রতিনিধি হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসাবে একই ভূমিকা পালন করে গেছেন। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনীতি, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন তার সুর— যেটা সকলকে চমকে দিয়েছে। লোকসভাতেও কমরেড তরুণ মণ্ডল একা ছিলেন। কিন্তু এই একক কণ্ঠস্বরও লোকসভাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রায় প্রতিধ্বনিত হত। সকলে চমকে উঠত। কারণ এই শিক্ষা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের মহান বিপ্লবী শিক্ষা।

গণআন্দোলনে সামনের সারিতে

কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বিধানসভার ভিতরে যেমন লড়াই করেছেন, আবার বিধানসভার বাইরেও আপনারা শুনেছেন সমস্ত আন্দোলনে ছিলেন। ভাষাশিক্ষা আন্দোলন—আপনারা জানেন দীর্ঘদিন লড়াই করে আমরা সিপিএম সরকারকে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা চালু করতে বাধ্য করেছি। এই আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। পরবর্তীকালে আমাদের দল বহু আন্দোলন করেছে, পুলিশি আক্রমণে আমাদের কর্মীরা বারবার গুরুতর আহত হয়েছে। যে আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে কমরেড মাধাই হালদার শহিদ হন, সেই আন্দোলনেও কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার প্রথম সারিতে ছিলেন। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনেও কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার পাঁচটির নেতা হিসাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, নন্দীগ্রামে যখন সিপিএম সরকারের নিযুক্ত গুণ্ডাবাহিনীর দ্বারা গণধর্ষিত হয়ে মহিলারা এবং আহতরা চিকিৎসা পাচ্ছিলেন না, তখন প্রথম মেডিকেল টিম যায় আমাদের পাঁচটির তরফ থেকে। যে টিমে কমরেড অশোক সামন্ত, কমরেড তরুণ মণ্ডল আরও অনেকে ছিলেন। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারও সেই টিমে পাঁচটির নেতা হিসাবে ছিলেন। তখন পথে দুইধারে সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, তার মধ্যেই কিন্তু কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার ছুটে গিয়েছিলেন।

সিঙ্গুর আন্দোলনও বারবার বিপথগামী হচ্ছিল তৃণমূল নেতৃত্বের দ্বারা, আমি সেই আলোচনায় যাব না। আমাদের পাঁচটির কী ভূমিকা ছিল তা জানে নন্দীগ্রামের জনগণ, জানে সিঙ্গুরের জনগণ, জানেন সাংবাদিকরা, জানে সিপিএম সহ সব দলের নেতারা, জানে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। সিঙ্গুর কিংবা নন্দীগ্রাম, কোনও আন্দোলনই হত না আমাদের দলের উদ্যোগ ছাড়া। এই কথা আমি পরিষ্কার করে বলতে পারি। এই আন্দোলনের

ক্ষেত্রেও কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এই যে এত শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন, আস্থা অর্জন করেছেন, এমনকি প্রশাসনিক মহলেও যারা সং প্রশাসক, পুলিশ অফিসার, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন তাঁর সং চরিত্র ও নিঃস্বার্থ জনদরদি ভূমিকার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এই সব মহলে এই নামটা উচ্চারিত হত। আমাদের কর্মীরা কোথাও কোনও দপ্তরে গেলে এঁরা জিজ্ঞাসা করতেন, আপনারা দেবপ্রসাদ সরকারের পাঁচি! এইরকম একটা শ্রদ্ধা ছিল। যে মানুষের সম্পর্কে এত শ্রদ্ধা, চতুর্দিকে যাঁর এত প্রশংসা, সেই কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের মধ্যে কিন্তু বিন্দুমাত্র অহঙ্কার ছিল না, আত্মগরিহতা ছিল না। জনপ্রিয়তার এত শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েও নাম করার ঝোঁক নেই, আত্মপ্রচারের ঝোঁক নেই, বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই, এতটুকুও দস্ত নেই। এখানেও তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে একটা বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। কারণ বক্তৃতায়, লেখায় তাঁর কালচার বোঝা যায় না, বোঝা যায় ঘরে-বাইরে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আচার-আচরণে, চলনে-বলনে, প্রবল উভেজনার মুহূর্তেও উন্নত রুচিসম্মত আচরণে। দলের শিক্ষা অনুযায়ী তাঁর মধ্যে এটা প্রতিফলিত হত, যা মানুষকে আকৃষ্ট করত।

ব্যক্তিগত বলতে তাঁর কিছুই ছিল না

তাঁর বিধানসভার বেতন-ভাতা, শিক্ষকতাকালীন যা কিছু উপার্জন সবটাই তিনি আন্দোলনের তহবিলে, পাঁচটির তহবিলে দিয়ে গেছেন। খুঁজলে দু'একটা ধুতি, পাঞ্জাবি, গামছা, জুতো, চাদর খুঁজে পাওয়া যাবে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে। পৈতৃক একটা ভিটে আছে, তাঁর বাড়ির সকলেই পাঁচটির লোক। ফলে সেটাকে তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি বলা চলে না। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য। তাঁরও ব্যক্তিগত বলতে কিছুই ছিল না। এখন তো এমএলএ, এমপি হওয়া মানেই অগাধ টাকা রাজগার। একজন এমএলএ বা এমপি যখন ভোটার সময় তার অ্যাকাউন্ট সাবমিট করে, দেখা যায়, কয়েক কোটি টাকা তার সম্পত্তি, পরের বার দেখা যায় আরও কয়েক কোটি বেড়ে গিয়েছে। মন্ত্রী হলে তো আর কথাই নেই। আমরা ছাড়া অন্য সব দলেরই এই অবস্থা। এরাই নাকি জনগণের সেবক!

আমাদের দলে কোনও দিন এ সব জিনিস নেই। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষ বাস-ট্রামে চলাফেরা করতেন। কোনও কোনও দিন হয়তো ট্যাক্সিতে যেতেন। ১৯৭২ সালে তাঁর কঠিন অসুখের পর আমরা চাঁদা তুলে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলাম। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীও ট্রেনে ভিড়ের মধ্যে কলকাতা যেতেন, বিধানসভা যেতেন, ফিরে আসতেন, সহযাত্রীরা শ্রদ্ধায় জায়গা করে দিত। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারও তাই করেছেন। তাঁকেও যাত্রীরা শ্রদ্ধায় জায়গা করে দিত। আমাদের সেন্টারে যখন থাকতেন, তখনও বাসে করেই যেতেন। শুধু বিধানসভায় যখন ভোরে সবচেয়ে আগে প্রশ্ন জমা দিতে হত, কারণ

পাঁচের পাতায় দেখুন

সিঙ্গুর কিংবা নন্দীগ্রাম, কোনও আন্দোলনই হত না আমাদের দলের উদ্যোগ ছাড়া। এই কথা আমি পরিষ্কার করে বলতে পারি। এই আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল।



নেতৃত্বে রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ দেখান সাধারণ মানুষ। উপরে বিহারের মজফফরপুরে প্রতিবাদ মিছিল। নিচে দিল্লির যন্তুরমন্তরে বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সত্যবান। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ।



বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির পক্ষে নির্লজ্জ ওকালতি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর

দেশের কোটি কোটি বিদ্যুৎ গ্রাহককে স্তম্ভিত করে ৭ জুলাই কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিদেশ থেকে আমদানি করা কয়লার দাম দেশি কয়লার চেয়ে ৯ গুণ বেশি হওয়ায় বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি ৬০ থেকে ৮০ পয়সা বাড়তে হবে।

এর তীব্র প্রতিবাদ করে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কমজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)-র সাধারণ সম্পাদক সুরত বিশ্বাস ১২ জুলাই এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি করার নির্দেশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং গভীর রহস্যবৃত। কারণ এ বছর গরমের শুরুতেই বিদ্যুৎ সংকট প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেছিলেন, বিদ্যুতের সংকট মোকাবিলা করতে প্রয়োজনের ১০ শতাংশ কয়লা বিদেশ থেকে আমদানি করতেই হবে। কেন্দ্রীয় সরকার কোল ইন্ডিয়াকে বাধ্য করেছিল ২৪ লক্ষ টন কয়লা আমদানি করতে। মন্ত্রী এমনও হুঁশিয়ারি দিলেন, যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র বিদেশ থেকে কয়লা আমদানির নির্দেশ মানবে না, তাদের প্রয়োজনের ৬০ শতাংশের বেশি দেশীয় কয়লা দেওয়া হবে না (আনন্দবাজার পত্রিকা ১০-৬-২২)।

হঠাৎ মন্ত্রীর এমন ফতোয়া কেন? দেশে যথেষ্ট পরিমাণ কয়লা মজুত থাকা সত্ত্বেও কেন বিদেশ থেকে আনার এত তৎপরতা? কোল ইন্ডিয়ারও বক্তব্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতির কারণ দেশীয় কয়লার জোগানে ঘাটতি নয়। এপ্রিল-মে মাসে তারা ১০.২৫ কোটি টন কয়লা সরবরাহ করেছে যা গত বছরের থেকে ১৬.৭ শতাংশ বেশি। বরং কেন্দ্রীয়

সরকার রেলের রেক প্রয়োজন মতো সরবরাহ না করায় কয়লা সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে। কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী বলেছেন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজন মতো কয়লা মজুত ছিল এবং প্রতিদিনের হিসাবে তা পাঠানোও হয়েছে। অথচ প্রচার করে করে এমন অবস্থা তৈরি করা হয়েছিল, যাতে মনে হয় চার-পাঁচ দিন পরে আলো চলে যাবে। আসলে তা প্রচার করা হচ্ছিল যাতে মানুষ বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি মেনে নেয় (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮-৬-২২)। প্রসঙ্গত, কোল ইন্ডিয়ার উদ্বৃত্ত ৩৫,০০০ কোটি টাকা হস্তগত করে কেন্দ্রীয় সরকার ঘাটতি বাজেট মিটিয়েছে, যা নতুন কয়লাখনি খুলে কয়লা উৎপাদন বাড়াতে ব্যবহার করা যেত।

সকলেই জানেন, টাটা, আদানি, গোয়েঙ্কা, টোরেন্টো, এসার সহ বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ওভার ইনভেস্টিং করে বিদেশ থেকে এবং বিদেশে তাদের নিজস্ব খনি থেকে (যেমন অস্ট্রেলিয়ায় আদানির খনি) বহুগুণ বেশি দাম দেখিয়ে কয়লা আমদানি করে ও সেই অভ্যুত্থানেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ বেশি দেখায়। দেশের সরকার জনগণকে বাড়তি দামে সেই বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য করে ফলে এটা স্পষ্ট, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থেই কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানোর নির্লজ্জ সওয়াল। দেশের তথা রাজ্যের সমস্ত স্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছে আবেদন, এই ঘৃণ্য পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদে সামিল হোন।

ট্যাক্স কালেক্টরদের ডেপুটেশন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ট্যাক্স কালেক্টরদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে পঞ্চায়েতে প্রতিমন্ত্রীর কাছে ৮ জুলাই ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সভাপতি সুনির্মল দাস, সহ-সভাপতি ইন্দুভূষণ গায়ন, দিব্যান্দু মণ্ডল ও আতিকুর রহমান দাবিপত্র মন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। মন্ত্রী সমস্ত বিষয়গুলিই খুঁটিয়ে শোনেন এবং সেগুলি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।

খাদ্যপণ্যে জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ

খাদ্যপণ্য সহ নিতাপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি চাপানোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র

কৃষি-সমস্যা সমাধানের দাবিতে এআইকেকেএমএস-এর বিক্ষোভ



কেশিয়াড়ি : সার-বীজ-কীটনাশক সহ সমস্ত কৃষি উপকরণের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, রাসায়নিক সারের কালোবাজারি, সেচ, লাঙল ও কৃষির জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও ডিজেলের অগ্নিমূল্যের প্রতিবাদে এবং ফসলের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে ২১ জুলাই পশ্চিম মেদিনীপুরে এআইকেকেএমএস-এর কেশিয়াড়ি ব্লক কমিটি প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেয়। কিসান মান্ডিতে ধান বিক্রির ক্ষেত্রে হয়রানি ও দুর্নীতির প্রতিবাদ জানানো হয়। কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণ কেনা-বোচার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ও ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য আইন চালুর দাবি জানানো হয় সংগঠনের ব্লক নেতৃত্বদের পক্ষ থেকে।



মঙ্গলকোট : ২২ জুলাই পূর্ব বর্ধমান জেলায় এআইকেকেএমএস-এর মঙ্গলকোট থানা কমিটির পক্ষ থেকে মিছিল করে বিডিও দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

জলযন্ত্রণাক্রিষ্ট মানুষের অবস্থান-বিক্ষোভ

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ইনভেস্টমেন্ট ক্লিয়ারেন্স কমিটির ছাড়পত্র পেয়েছে। রাজ্যের সেচদপ্তর অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিতকরণের কাজও শুরু করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পটির ৬০ শতাংশ ও রাজ্য সরকার ৪০ শতাংশ অর্থ দেবে বলে রাজি হলেও কেউই মাস্টার প্ল্যানের জন্য এখনও কোনও অর্থ বরাদ্দ করছে না, উপরন্তু নানা বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার করে চলেছে। অবিলম্বে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক অর্থ বরাদ্দ এবং বর্ষার পরেই মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরুর দাবিতে ১৯ জুলাই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির উদ্যোগে এলাকার বন্যা ও জলযন্ত্রণাক্রিষ্ট মানুষ ঘাটালে কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যাণ্ডে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন।

দুই শতাধিক মানুষের বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি ডাঃ বিকাশ চন্দ্র হাজরা। বক্তব্য রাখেন কমিটির উপদেষ্টা মধুসূদন মান্না, যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক ও দেবশীষ মাইতি, সহ-সভাপতি সত্যসাধন চক্রবর্তী, সাহেবঘাট ব্রিজ নির্মাণ সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কানাইলাল পাখিরা, ঘাটাল-রানিচক নদীবীধ রক্ষা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রসেনজিৎ কাপাস ও কমিটির পাঁশকুড়া শাখার সম্পাদক স্বপন বেরা প্রমুখ।



পশ্চিমবাংলায় সংগ্রামী বামপন্থী দল হিসাবে

বৃহত্তর শক্তি নিয়ে এস ইউ সি আই (সি) আত্মপ্রকাশ করছে

তিনের পাতার পর

আগে প্রশ্ন জমা না দিলে বলার সুযোগ পাওয়া যেত না, তখন বাধ্য হয়ে ট্যান্সি নিতেন। এখন পার্টির দু-একটা গাড়ি আছে। কমরেডরা চাকরি করে তাঁদের রোজগার থেকে দলকে দিয়েছেন। এই সুযোগটাও কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার বেশিদিন পাননি। এই ছিল তাঁর জীবনযাত্রা। আমি যে সেন্টারে থাকি, সেখানে তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন। আমি দেখেছি, তাঁর মধ্যে কোনও দিন কোনও চাহিদা বলে কিছু ছিল না। যা খাবার জুটত, ভাল হোক, মন্দ হোক, অন্যরা যেমন তৃপ্তি সহকারে খেতেন, তিনিও খেতেন। সমস্ত দিক থেকেই, অত্যন্ত সাদাসিধে সাধারণ জীবন ছিল তাঁর। প্রথম দিকে যখন বাড়িতে থাকতেন, ওখানে একটা পুকুরের ঘাট আছে, বলে গঙ্গার ঘাট, সেখানে তিনি নিজের জামাকাপড় কাচতেন, এমএলএ থাকা অবস্থাতেও। ওই পুকুর ঘাটেও যে কোনও গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ যখন তাঁর কাছে সইয়ের প্রয়োজনে গেলে, তিনি জামাকাপড় রেখে, হাত মুছে সাথে সাথে সই করে দিতেন। কাউকে বলতেন না যে, তাকে অপেক্ষা করতে হবে। যেখানেই গেছেন এইভাবে দলের বাছবিচার না করে জনগণের জন্য কাজ করেছেন। এই অর্থে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিরল দৃষ্টান্ত।

এই দলে একটা সাধনা চলে। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন, মানুষকে জয় করবে ভালবাসা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, ভদ্র সুশোভন উন্নত রুচির আচরণ দিয়ে। মিথ্যা দিয়ে নয়, ধাপ্লাবাজি দিয়ে নয়। বহু দিন আগেই শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, মিথ্যা দিয়ে ভুলিয়ে সত্যের প্রচার হয় না। সত্যকে সত্যের মতো করেই বলতে হয়। তা হলে মানুষ যে যার বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারে। আজ না পারলে কাল পারবে। একজন না পারলে আর একজন পারবে। কেউ যদি নাও পারে, তা হলেও মিথ্যার ভণ্ডামির দ্বারা মুখরোচক করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা অনায়াস। কমরেড শিবদাস ঘোষও আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

আমাদের দল বিপ্লবী নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে

নির্বাচনে অন্য দল টাকা দিয়ে ভোট কেনে। তারা মানুষকে ভিখারি বানিয়ে দিয়েছে। ভিখারি বানিয়ে ভোটের আগে ভিক্ষা দেয়। গরিব মানুষ বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, অসচেতন, অসংগঠিত— ভাবে যা পাই, যে কটা টাকা পাই নিয়ে নিই, আর তো কিছু পাব না। তারা নিজেকে বিক্রি করে। একবার ভাবে না, এ টাকাটা কেন দিচ্ছে? সারা বছর যখন গরিব মানুষ না খেয়ে থাকে, এই নেতারা খোঁজ নেয়? এই মন্ত্রীরা কাছে আসে? আর ভোটের আগে টাকা নিয়ে হাজির! এ তো ইনভেস্টমেন্ট! তারা ইনভেস্ট করে যাতে পাঁচ বছর সুদে-আসলে বহু গুণ কামিয়ে নিতে পারে। কী ভাবে কামাবে? এই যে পুঁজিপতিরা এত জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে, মালিকরা বাড়াচ্ছে, যার জ্বালা-যন্ত্রণায় আপনারা অস্থির— সেই পুঁজিপতিরাই তো এই

দলগুলিকে টাকা দেয়। বলে—তোমরা জেতো, সরকার গড়ো, আবার আমরা দু'হাতে জিনিসপত্রের দাম বাড়াতেই থাকব। মানুষকে লুটতে থাকব। আবার লুটের ভাগ তোমাদেরও দেব, এমএলএ-এমপি হিসাবে, মন্ত্রী হিসাবে। এই তো চলছে। এই মিথ্যার রাজনীতি আমরা কখনও করি না। আমরা ভোটে হারতে প্রস্তুত, হারছিও। কিন্তু এই একমাত্র দল যে ভোটের আগে মানুষের কাছে চাঁদা চায়। লোকে বিস্মিত হয়। আমরা লোকসভায় দাঁড়াবো, বিধানসভায় দাঁড়াবো— তার জামানতের টাকাটাও আমরা পাবলিকের থেকে চাঁদা তুলি। ঘরে ঘরে চাঁদা চাই। প্রচারের জন্য— এই মাইক



স্মরণসভায় জমায়ের একাংশ

খরচা, পোস্টার খরচা, সব কিছু পাবলিকের চাঁদা থেকে হয়। আজকের এই মিটিংও আপনারদের, এখানকার জনগণের চাঁদাতেই হচ্ছে। আমরা কখনও পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের বিক্রি করিনি। তাদের সাধ্য নেই আমাদের কিনে নেওয়ার। এ দল বিপ্লবী দল। সেই ক্ষুদ্রিরাম থেকে যে বিপ্লবী সংগ্রামের জয়যাত্রা শুরু, সেই বিপ্লবী সংগ্রামের জয়যাত্রা মহান মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে হাতিয়ার করে কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও বলিষ্ঠ ভাবে শক্তিশালী করে গিয়েছেন। আমরা আজও সেই বিপ্লবী রাজনীতি নিয়েই লড়ি। আমাদের তো এমএলএ-এমপি নেই, আমাদের দলকে কেউ ভাঙতে পারল? এই দক্ষিণ ২৪ পরগণায় আমাদের কত নেতা-কর্মীকে খুন করেছে, কংগ্রেসের সময়ে। সিপিএমের সময়ে তো রক্তস্রোত বয়ে গেছে। তৃণমূলও খুন করল। মিথ্যা মামলায় ফাঁসাল। কিন্তু আমাদের দলকে ধ্বংস করতে পেরেছে? আমাদের দল এমএলএ-এমপি-র ভিত্তিতে নয়, বিপ্লবী আদর্শ নীতি সংস্কৃতির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। তাই ভারতের দিকে দিকে আমাদের দলের বিস্তার ঘটছে। খবরের কাগজে আমাদের খবর থাকুক আর না-থাকুক দলের অগ্রগতি হচ্ছেই। আরএসপি-ফরওয়ার্ড ব্লকের তো আজ ঝান্ডা তোলার কেউ নেই, সিপিআই কয়েকজন বৃদ্ধের পার্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে, ৩৪ বছর রাজত্ব করার পর ভোটে হেরে সিপিএম এক ধাক্কায়

প্রায় এখনও শয্যাশায়ী। এখনও ভাল করে মাথা তুলতে পারেনি। কিন্তু ওদের চাঙ্গা করার জন্য সংবাদপত্রে রোজ ওদের খবর ছাপা হয় বড় বড় করে। আর আমাদের দল? লোকসংখ্যায় সিপিএম বৃহত্তর হলেও পশ্চিমবাংলায় এখন সংগ্রামী দল হিসাবে বৃহত্তর শক্তি নিয়ে আমাদের দল আত্মপ্রকাশ করছে। কণ্ঠটিকে তো আমাদের পার্টি সবচেয়ে বৃহৎ বামপন্থী দল। ওড়িশাতেও আমাদের দল সবচেয়ে বৃহৎ বামপন্থী পার্টি। এভাবে কাজ চললে পশ্চিমবঙ্গতেও আমরা সেখানে পৌঁছাব। হাজার হাজার ছাত্র যুবক শ্রমিক কৃষক মহিলা শিক্ষক অধ্যাপক আইনজীবী চিকিৎসক কমরেড

ঘোষের বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের দলে সামিল হয়েছেন। ফলে আমরা এই মহান বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাস নিয়ে লড়াই করে যাব। আমৃত্যু কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এই বিশ্বাস নিয়েই দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম করে গিয়েছেন।

সাংগঠনিক দায়িত্ব নিয়ে

অসাধারণ সংগ্রাম করেছেন তিনি

কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের আরেকটা গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের দৃষ্টান্তও আছে। বিধানসভায় থাকাকালীন পার্টির সংগঠনে কোনও কার্যকরী ভূমিকা তিনি নেননি, নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। তখনও কমরেড ইয়াকুব পৈলান, কমরেড আমির আলি হালদার জীবিত ছিলেন। আরও অনেক নেতা-কর্মী জেলায় জীবিত ছিলেন। তাঁরাই কাজ দেখতেন। এরপর প্রয়োজন দেখা দিল। এই যে আজকের সভায় সভাপতি কমরেড রবীন মণ্ডলকে দেখছেন, ইনি স্বাধীনতার পর প্রথম যুগে ভারতবর্ষে সর্বহারা বিপ্লবী ঝান্ডা নিয়ে গরিব কৃষক খেতমজুর ভাগচাষি আন্দোলন যে গড়ে উঠেছিল তার একজন বলিষ্ঠ সংগ্রামী নেতা। কুলতলির নদীর দুই ধারে, রায়দিঘি— এই সব অঞ্চলে বীরত্বপূর্ণ যে সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল, হাজার হাজার কৃষক লড়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন, যার ভিত্তিতে এখানে সংগঠন গড়ে উঠেছে, উনি ছিলেন সেই সংগ্রামের অন্যতম নায়ক। আজ অথর্ব, অসুস্থ। উনিই একমাত্র জীবিত যঁারা সেদিন

লড়াই করে গেছেন। ইতিমধ্যে অনেকে খুন হয়ে গেছেন, আর কেউ কেউ রোগে, বার্ধক্যে মৃত।

কমরেড পৈলান সাহেব শেষ পর্যন্ত সমস্ত শক্তি দিয়ে পার্টিকে রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। তিনিও যখন প্রয়াত হলেন, তখন পার্টির দায়িত্ব কে নেবে? আমি বললাম কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারকে, আপনি নিন। তিনি প্রশ্ন করলেন, আমি কি পারব? আমি তো কোনও দিন এসব কাজ করিনি। আমি বললাম, আপনি নিশ্চয়ই পারবেন, আপনি দায়িত্ব নিন। তিনি দায়িত্ব নিলেন এবং তিনি প্রমাণ করেছেন, তিনি পারেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, কর্মী সমর্থকদের অনুপ্রাণিত করেছেন, দলের রাজনীতি বুঝিয়েছেন, সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান করেছেন। আগে অনেকটা কমরেড ইয়াকুব পৈলান নির্ভর কাজ হত। তাঁর যে ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা তার উপর ভিত্তি করে সাংগঠনিক কাজ চলত। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের নেতৃত্বে গড়ে উঠল পার্টির একটা যৌথ টিম। সকলে মিলে তাঁর নেতৃত্বে কাজ করত। মিটিংয়ে সকলের মতামত তিনি গুরুত্ব সহকারে শুনতেন, তারপর সিদ্ধান্ত নিতেন, কখনও নিজের মতামত চাপিয়ে দিতেন না। কেউ, এমনকি জুনিয়রও তাঁর চিন্তার কোনও ভুল ধরিয়ে দিলে তিনি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতেন। কারও সম্পর্কে কোনও বিরূপতা, অসন্তোষ, বিদ্বেষ তিনি মনে পোষণ করতেন না। কোনও অপ্রয়োজনীয় কৌতূহল, অপ্রয়োজনীয় চর্চা— এ সব একদম তাঁর চরিত্রে ছিল না। গরিব মানুষের প্রতি তাঁর খুবই দরদবোধ ও সম্মানজনক আচরণ ছিল। তিনি দলের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য আপ্রাণ চেপ্টা করতেন। উর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রতি, দলের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য ছিল। অত্যন্ত ডিসিপ্লিনড লাইফ লিড করতেন। আমাদের দলের সিদ্ধান্ত আছে, নেতা-কর্মীরা নিয়মিত শরীর চর্চা করবে। আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, হাসপাতালে যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত তিনি দুই বেলা ১৫ মিনিট হাঁটতেন। বাইরে দেখতে নরম প্রকৃতির মনে হলেও ভেতরে বলিষ্ঠ প্রকৃতির ছিলেন। একের পর এক প্রিয়জনের শহিদ হওয়া, রোগে মৃত্যু এই সব গভীর বেদনাও তিনি নীরবে সহ্য করে গেছেন।

জয়নগর, কুলতলির এমন কোনও গ্রাম নেই যেখানে আমি যাইনি, মিটিং করিনি। হয়ত সেই সময়কার অনেকে বেঁচে নেই। এখন যারা জীবিত তারা হয়ত তখন কিশোর ছিল, শিশু ছিল। মথুরাপুর, মন্দিরবাজারে কম গেছি। কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এই সমস্ত জায়গাগুলো ঘুরেছেন। এক সময়ে আমি একটা প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম— আমি এবং উনি এইসব অঞ্চলে থাকব। এক একটা অঞ্চলে তিন-চারটি অঞ্চলের কর্মী-সমর্থকদের ডাকব। তিন দিন ধরে মিটিং হবে। বয়স্কদের, ছাত্র যুবকদের, মহিলাদের। এই ধরনের মিটিং আমরা করেছি। তিনি আমার সঙ্গে ছিলেন। কীভাবে তিনি আবেগময়, মর্মস্পর্শী আলোচনা করতেন, আমি দেখেছি। সংগঠক হিসাবেও তিনি পারদর্শিতার ছাপ রেখে গেছেন। এটা হচ্ছে তাঁর সংগঠক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যেটা আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। জয়নগরে আমাদের ভাঙাচোরা অফিস ছিল। কমরেড ইয়াকুব পৈলান

জুনিয়ররাও তাঁর চিন্তার কোনও ভুল ধরিয়ে দিলে তিনি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতেন। কারও সম্পর্কে কোনও বিরূপতা, অসন্তোষ, বিদ্বেষ তিনি মনে পোষণ করতেন না। কোনও অপ্রয়োজনীয় কৌতূহল, অপ্রয়োজনীয় চর্চা — এ সব একদম তাঁর চরিত্রে ছিল না।

হয়ের পাতায় দেখুন

পুঁজিবাদের নিষ্ঠুর আক্রমণের বিরুদ্ধে একমাত্র হাতিয়ার মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা

পাঁচের পাতার পর

শেষজীবনে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলে এই অফিস তৈরি করেছেন। আবার দেখা গেল, একটা মিটিং করার জায়গার দরকার। আমি কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারকে বললাম, তিনি উদ্যোগ নিলেন। আজ যে মিটিংটা দেখছেন, এই জায়গাটা কেনবার টাকাও তিনি সংগ্রহ করেছেন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে, কর্মী-সমর্থকদের থেকে চাঁদা তুলে— এখানে যাতে ভবিষ্যতে একটা হল করা যায়। তার পর তো অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি চিন্তাতে সক্রিয় ছিলেন। মিটিং শুনতেন, আলোচনা শুনতেন। ভালো করে কথা বলতে পারতেন না— পার্কিনসন ডিজিজ, কিন্তু তার মধ্যেও অংশ নিতেন। যেমন আমাদের গত কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিংয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম, আগামী ৫ আগস্ট থেকে পরবর্তী ৫ আগস্ট আমাদের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবার্ষিকী এক বছর ধরে উদযাপন করব, তার কী কর্মপন্থা হবে। এটাই কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের শেষ মিটিং। তিনি ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, আগামী ৫ আগস্ট দিন্লিতে আমরা যখন এই কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠান করব, তিনি থাকবেন না।

উন্নয়ন হচ্ছে শুধু এক শতাংশের

আমি এখন আপনাদের বলতে চাই, ভারতবর্ষে এক অত্যন্ত দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। এমন দুঃসময় অতীতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন পাল, সুভাষ চন্দ্র, ভগৎ সিং, সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম— এঁরা কেউই দেখে যাননি। আজ ভারতবর্ষে একদিকে ১ শতাংশ ধনী লোক দেশের ৭৩ শতাংশ সম্পদের মালিক। বাকি ৯৯ ভাগ লোকের হাতে আছে মাত্র ২৭ শতাংশ। তার মধ্যে উচ্চমধ্যবিত্ত আছে, মাঝারি মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত আছে, গরিব আছে, নিঃস্ব আছে। নেতারা একদিকে উন্নয়নের বক্তৃতা দিচ্ছে— কেন্দ্রের নেতা, রাজ্যের নেতা, সবারই মুখে একই বুলি। কী সেই উন্নয়ন? কার উন্নয়ন? উন্নয়ন হচ্ছে ১ শতাংশের। তার মধ্যে দুই শিরোমণি— এক আস্থানি, আর এক আদানি— বিজেপির দুই খুঁটি। আপনারা অবাক হয়ে যাবেন— আদানি প্রতি ঘন্টায় আয় করে ৯০ কোটি টাকা। আস্থানি প্রতি ঘন্টায় আয় করে ৭৩ কোটি টাকা। আস্থানির সম্পদ এখন ১০ হাজার ৫২০ কোটি ডলার। চিন্তা করুন। আদানির হচ্ছে, ১১ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। আর সরকারি হিসাব— ৪০ কোটি মানুষের দৈনিক রোজগার ২০ টাকা। গত দু'বছরে ১২ কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে কোটি কোটি বেকার।

১৯৫১, '৫২, '৫৩ সালে আমরা যখন এই জেলায় আসতাম, গ্রামের মাঝারি, গরিব কৃষক সবাই মূলত গ্রামেই থাকত। শহরে খুব কম যেত। এখন গ্রামে কোনও লোক পাওয়া যায় না। কর্মক্ষম যুবক, শুধু ছেলেরা না, মেয়েরা পর্যন্ত

ছুটছে বাইরে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বাইরে ঘুরছে। এখানে সেখানে কাজ করছে। যেখানে পাচ্ছে দুটাকা রোজগার করছে। কাজ না থাকলে উপোস করছে। এত খেটেও তারা ভাবে, ঈদের সময় কী নিয়ে ঘরে যাব? দুর্গাপূজার সময় ভাবে, কী নিয়ে যাব? ছেলেমেয়ের হাতে কী দেব? এই অবস্থা। শহরে যান, ফুটপাতে পলিথিনে ঢাকা একেকটা পরিবার। এদেরও একদিন গ্রাম ছিল, জমি ছিল। এদেরও একদিন অস্ত্র একটা কুঁড়েঘর ছিল। সব হারিয়ে গেছে। কোটি কোটি লোক ফুটপাতে থাকে। প্ল্যাটফর্মে থাকতে দেয় না, তাড়িয়ে দেয়, তারা আবার ঢুকবার চেষ্টা করে। বুপড়িতে থাকে। কত শিশুর জন্ম ফুটপাতে। মৃত্যুও ফুটপাতে। কত শিশু জানেও না, তাদের বাবা কে, মা কে! এখনও যার কথা ফোটেনি তেমন শিশু এসে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চায়। এরা তো মানবসন্তান। দেশের এই হাল হবে তা কি স্বাধীনতা আন্দোলনের শহিদরা ভেবেছিলেন? এই জন্য কি ক্ষুদিরাম প্রাণ দিয়েছিলেন, সূর্য সেন প্রাণ দিয়েছিলেন, আসফাকউল্লা খান প্রাণ দিয়েছিলেন, ভগৎ সিং প্রাণ দিয়েছিলেন? নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনী লড়াই করেছিল?

প্রতিদিন ৭ হাজার লোক অনাহারে মারা যায়। ১০ হাজার লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। এই হচ্ছে দেশের অবস্থা। পেটের দায়ে গরিব বাবা-মা মেয়েকে বিক্রি করে দেয়। কেনে ব্যবসায়ীরা। নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা চলছে দেশে। এ জিনিস রবীন্দ্রনাথ দেখে যাননি, নজরুল-শরৎচন্দ্র দেখে যাননি। তা হলে তাঁরা চোখের জল ফেলতেন। বিয়ের নামে প্রতারণা করে নিয়ে যায়। ৫-১০ হাজার টাকা হাতে তুলে দিয়ে ৫-১০ দিন রেখে বিক্রি করে দেয়। নারী পাচার বিরাট ব্যবসা। শিশু পাচার হচ্ছে। সংবাদপত্রের খবর, এক কোটি শিশু শ্রমিক। সরকার যদি ১ কোটি বলে, ধরে নিন ১০ কোটি শিশু শ্রমিক। ৫-৭-১০ বছরের বাচ্চাগুলিকে তুলে নিয়ে যায়, একটু ভাত-রুটি দেয় আর খাটায়। এদের কাজের ঘন্টা বলে কিছু থাকে না। এই হচ্ছে দেশের হাল।

এই যে অগ্নিবীর নিয়ে যুবকরা আগুনের মতো জ্বলে উঠল। কেন? কোটি কোটি বেকার। একটা চাপরাসির পোস্ট, একটা পিওনের পোস্ট, তার জন্য ইঞ্জিনিয়ার দরখাস্ত করছে, এমএ-এমএসসি পাশ করা লোক দরখাস্ত করছে। এই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। ফলে প্রবল অর্থনৈতিক সঙ্কট। এই সঙ্কট আরও বাড়বে। যাঁরা এখনও কিছুটা রোজগার করছেন তাঁরা আগামী দিন ভাবুন। ভারতে মধ্যবিত্ত তিন বছর আগে ছিল ৯ কোটি ৬০ লক্ষ, তিন বছর বাদে গিয়ে দাঁড়াল ৬ কোটি ৩০ লক্ষ। বাকি ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মধ্যবিত্ত কোথায় গেল? তারা নিম্নবিত্ত, অর্ধ-সর্বহারা, সর্বহারা পরিণত হয়েছে। এই যে আপনারা বাজার থেকে আনাজপাতি, জিনিসপত্র কেনেন, এই সব বাজার থাকবে নাকি? তার চেয়েও আরও বড় বিগ বাজার, অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, রিলায়েন্স— এরা সবজিও বিক্রি করে, চাল-ডাল-তেল-নুন-জামাকাপড় সব বিক্রি করে।

এরা এমন ব্যবসা করছে ঘরে পর্যন্ত পৌঁছে দেয় মাল। আপনাকে দোকানে যেতে হবে না। এদের সাথে কমপিটিশনে পারবে ছোট ছোট দোকানদার? ছোট ছোট দোকান কোথায় যাবে, চায়ের দোকান, বাজার কোথায় যাবে? এই হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিবাদের আক্রমণ, বহুজাতিক পুঁজির আক্রমণ, ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সঙ্কট।

বিবেকানন্দকে মানলে বিজেপিকে মানা যায় না

আর এক দিকে শিক্ষাকে ধ্বংস করছে। কথায় কথায় স্কুল-কলেজ বন্ধ। পড়াশোনা বন্ধ, অনলাইনে পড়া, অনলাইনে পরীক্ষা। শিক্ষক ছাত্রকে দেখে না, ছাত্র শিক্ষককে চেনে না। কেন্দ্র করছে, রাজ্য করছে। সিলেবাস পাশ্টে দিচ্ছে, চিন্তাকে-মননকে ধ্বংস করছে। যুক্তিবাদী মন, তর্ক করার মন, বিচার করার মন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এগুলি যাতে না আসে তার জন্য নিয়ে আসছে। আর একটা আক্রমণ— অন্ধ, ধর্মীয় গোঁড়ামি এইসব ঢোকাচ্ছে শিক্ষায়। রামমোহন বেদান্তে বিশ্বাসী ছিলেন। আবার সেই রামমোহন বলতেন, বেদান্তের দ্বারা আধুনিক ছাত্রদের গড়ে তোলা যাবে না। আধুনিক বিজ্ঞান চাই, জ্ঞানের চর্চা চাই। আপনারা জানেন, বিদ্যাসাগর মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না। নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। সেই বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের যিনি গুরু। এতবড় মানুষ বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর বললেন, বেদান্ত, সাংখ্য— ধর্মীয় শাস্ত্রে আজ আর সত্য নেই। এখন বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে, বস্তুবাদী দর্শনের চর্চা করতে হবে। যদিও স্বদেশি আন্দোলনে গান্ধীজির নেতৃত্ব তাঁকে গ্রহণ করেনি। ফলে আমাদের দেশে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত জাতীয়তাবাদী চিন্তা, মানবতাবাদী চিন্তা যেটা চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, যেটা চেয়েছিলেন শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-সুভাষ চন্দ্র-ভগৎ সিং এঁরা— গুরুত্ব লাভ করতে পারেনি। তার সুযোগ নিয়ে আজ হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়চ্ছে। শোষিত মানুষের ঐক্যকে ভাঙছে। ওরা এগুলো করে হিন্দু ধর্মবিশ্বাস থেকে নয়। এই বিজেপির রাজত্বে এত মানুষ খুন হচ্ছে, এত শিশুর অনাহারে মৃত্যু হচ্ছে, এসব দেখলে হিন্দু ধর্মের বড় মানুষ বিবেকানন্দ কি সহ্য করতেন? এসব দেখেও কি বিবেকানন্দ মন্দির-মসজিদ নিয়ে বিজেপির এই হানাহানি চলতে দিতেন? বিবেকানন্দ সেই সময় বলেছিলেন, মন্দিরে মন্দিরে পূজা করছ, কোটি কোটি টাকা খরচ করছ, আর আসল ঠাকুর অন্নহীন, বস্ত্রহীন রাস্তায় ঘুরছে। এই ছিলেন বিবেকানন্দ। আজ বিজেপি নেতারা এই বিবেকানন্দের কথা মানেন? ওরা আদানি-আস্থানির সম্পদ বাড়চ্ছে। কোটি কোটি মানুষকে ভিক্ষুকে পরিণত করছে। অনাহারে-বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে ঠেলেছে। আবার ধর্মের কথা বলছে! এগুলি ধর্ম নয়, অধর্ম। ওরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে। ওরা যার কথা বলে, কিন্তু মানে না সেই

বিবেকানন্দ বলছেন, ধর্ম নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ-সংঘাত-মারামারি তারাই করে, যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না। তারা রাজনীতির স্বার্থের থেকে করে। এই হচ্ছে বিবেকানন্দের বক্তব্য। আমি বই খুলে দেখাতে পারি। আজ বিজেপি এই কাজই করছে। বিজেপি হিন্দু ভারত, মুসলিম ভারত করছে। কী উদ্দেশ্য? একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বেকার যুবক, ক্ষুধার্ত মানুষ ভাবুক কেন আমি বেকার, কেন আমার ছেলে বিনা চিকিৎসায় মরছে, তার জন্য দায়ী— কপাল দোষ, ভগবানের মার, পূর্বজন্মের পাপের ফল, খোদা কা মর্জি নসিব কা খেল। তা হলে কেউ প্রতিবাদ করবে না, কেউ আন্দোলন করবে না, লড়াই করবে না! এটা ওদের প্রয়োজন।

আর একটা হচ্ছে, হিন্দু ভোটব্যাক তৈরি, যার জোরে ভোটে জেতা যায়। তার জন্য হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ জাগাও। তাহলে মানুষ চাকরি নেই কেন, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে কেন, ছাঁটাই হচ্ছে কেন, রেলভাড়া বাড়ছে কেন, এ সব নিয়ে কথা বলবে না। হিন্দু মুসলিমকে শত্রু মনে করবে, মুসলিম হিন্দুকে শত্রু মনে করবে। ইংরেজরা যেমন দাঙ্গা বাধিয়ে দেশ ভাগ করেছিল। এদেরও লক্ষ্য তাই।

আবার মুসলিমদের মধ্যে এক দল এই সুযোগ নিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করার জন্য মুসলিমদের ঐক্য চাই এসব বলছে। এর বিরুদ্ধেও আপনাদের লড়াইতে হবে। আমরা চাই গরিব মানুষের ঐক্য। গরিব মানুষ অত্যাচারিত, নিপীড়িত। এখানে হিন্দু গরিব ও মুসলিম গরিবে ভাগাভাগি নেই। জিনিসপত্রের দামে হিন্দু-মুসলিম নেই। চাকরির প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম নেই, ছাঁটাইয়ের প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম নেই। চিকিৎসার প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম নেই, রেল ভাড়ার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম নেই। জীবনের কোনও প্রশ্নে হিন্দু-মুসলিম নেই। সকলের সমস্যা এক, সঙ্কট এক। একত্রে লড়াইতে হবে।

যৌবনকে ধ্বংস করছে পুঁজিবাদ

আর একটা ভয়ঙ্কর আক্রমণ করছে। সে আক্রমণ হল, যুবকদের নষ্ট করো। যৌবনকে ধ্বংস করো। যুবকদের অধঃপতিত করো। তারা সুভাষ চন্দ্রকে ভুলে যাক, তারা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুলকে ভুলে যাক। তার বদলে হাজির করো কোনও ফিল্মস্টারের কেচ্ছা-কাহিনি, কার সাথে কার প্রেম, কার সাথে কার বিচ্ছেদ, কাল কার ছেলে হয়েছে তার বিরাট ছবি, আর ক্রিকেটারদের কাহিনি। এগুলি এখন খবরের কাগজে ভরে আছে। এ এক মাদকতা। আমি খেলাধুলা-সিনেমার বিরুদ্ধে নই। এগুলি তো আগেও ছিল। কিন্তু এখন একটা মাদকতা সৃষ্টি করছে। আর একটা হচ্ছে মদ খাও, গাঁজা খাও, নেশা করো, ড্রাগ ইনজেকশন নাও। আগে সিপিএম সরকার অটেল মদের দোকান করেছে, আমরা প্রতিবাদ করেছি। তৃণমূল সরকারও করছে। ঘরে ঘরে মদ পৌঁছে দিচ্ছে, দুয়ারে মদ একটা স্কিম আনছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যারা বয়স্ক মানুষ তারা চমকে যাবেন, ক্লাস ফোর-ফাইভের ছেলেরা জলের মতো মদ খাচ্ছে। আরও মারাত্মক সিনেমার নোংরা ছবি, নগ্ন দেহ। মোবাইলের মধ্যে, সিনেমার মধ্যে, বইপত্রের মধ্যে নোংরা ছবি দেখছে। আপনারা ভাবুন, প্রতিদিন কয়েকশো

সাতের পাতায় দেখুন

বিষমদে মৃত্যু : সমস্ত মদের ঠেক বন্ধের দাবি

হাওড়ার গজানন বস্তিতে ১৮ জুলাই বিষমদের প্রকোপে একে একে ২৫ জন মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। হাসপাতালে ভর্তি অনেকে। প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র হাওড়া জেলা কমিটির নেতৃত্বে এলাকার মানুষ ২১ জুলাই মালিপাঁচঘড়া থানায় বিক্ষোভ দেখান, ওসি-কে ডেপুটেশন দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, এলাকার মানুষের আপত্তি সত্ত্বেও রেললাইনের ধারে পুলিশ-প্রশাসনের চোখের সামনেই দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি দেশি মদের ঠেক চলছে। ঠেকগুলি বন্ধের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। পরিণতিতে গরিব শ্রমজীবী পরিবারের এতগুলি মানুষের প্রাণ গেল। উপযুক্ত তদন্ত করে দেশী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ ও অসুস্থদের সরকারি খরচে চিকিৎসা এবং অবিলম্বে সমস্ত মদের ঠেক বন্ধের দাবি জানান তাঁরা।

এআইডিওয়াইও-র প্রতিবাদ : এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদক মলয় পাল ২০ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এআইডিওয়াইও মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে আন্দোলন করে চলেছে। কিন্তু সরকার নিষিদ্ধ করা দূরে থাক, ‘দুয়ারে মদ’ প্রকল্প চালু করে মদের ব্যাপক প্রসার ঘটছে। হাওড়ার ঘটনা এরই পরিণাম। মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান জানান তিনি।

সিপিডিআরএস-এর বিক্ষোভ : মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে ২৩ জুলাই স্থানীয় থানায় ডেপুটেশন দিয়ে নিরাপদে বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। সংগঠনের সদস্যরা বিষমদে মৃত ও অসুস্থদের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করেন।

কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ

ছয়ের পাতার পর

মেয়ে আত্ননাদ করছে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে। ধর্ষণকারী যুবকরা গলা টিপে খুন করছে। এই যুবকরা কি জন্মের থেকেই ধর্ষক ছিল? এরা তো মানবশিশু। কোথা থেকে শিখেছে? কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার যত বলছে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি, মেয়েদের উন্নতি, বেটি বাঁচাও, তত ধর্ষণ বাড়ছে। কেন বাড়ছে? এই পুঁজিবাদ মানুষকে অমানুষ করছে। একটা পশুও ধর্ষণ করে না। আমাদের সমাজ যখন বর্বর যুগে ছিল, তখনও ধর্ষণ বলে কিছু ছিল না। এখন এটা জলভাত হয়ে গেছে। যুবশক্তিকে ঠেলছে— মদ খাও, নোংরামি করো, মেয়েদের নিয়ে ব্যবসা করো, মেয়েদের উপরে নির্মম অত্যাচার চালাও। একটুও দ্বিধা নেই। এরা মানুষ নয়, মনুষ্যদেহধারী কিন্তু বিবেকবর্জিত, মনুষ্যত্ববর্জিত নতুন জীব। এরা পুঁজিবাদের সৃষ্টি। এই পুঁজিবাদ মানবসমাজের ভয়ঙ্কর শত্রু, বিশ্বের এবং আমাদের দেশের।

মানবজাতির শত্রু পুঁজিবাদ

বিজ্ঞানীরা বলছে, সমুদ্র এগিয়ে আসছে, সমুদ্রের জল বাড়ছে। কারণ কী? মেরু অঞ্চলের বরফ গলে জল হচ্ছে। এমনকি হিমালয়ের হিমবাহ, বরফের চাঙড় সেগুলি আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে। একদিন হয়ত গঙ্গাও মরে যাবে। কারণ পৃথিবীর উষ্ণতা বাড়ছে। কেন উষ্ণতা বাড়ছে? কয়লা, নানা গ্যাস, খনিজ তেল তার থেকে কার্বন বেরোচ্ছে, গ্রিন হাউস গ্যাস তৈরি হচ্ছে। এর ফলে বায়ুমণ্ডল দূষিত হচ্ছে। তার ফলে তাপ বাড়ছে, সমুদ্রের জল বাড়ছে। সমুদ্রের উত্তাপ বাড়ছে। তার প্রভাবে আমফানের মতো বাড় আচমকা আসছে। কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও অনাবৃষ্টি। কোথাও বন্যা, কোথাও খরা— এগুলি ঘটছে। তার পরে যেটাকে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর বলে, ওজোন স্তর না থাকলে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি সরাসরি আমাদের ক্ষতি করবে। এটা অনেকটা ছাতার মতো আছে। সেখানে ফুটো হয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকরা বারবার বলছেন, ক্ষতিকর গ্যাসের নিঃসরণ বন্ধ কর। পুঁজিবাদ বন্ধ করবে না। সস্তায় মাল উৎপাদন করতে পারলে সে বেশি লাভ করতে পারবে। মানবজাতি ধ্বংস হোক, ভবিষ্যত ধ্বংস হোক তাতে পুঁজিবাদের কিছু যায় আসে না। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সমুদ্র যোভাবে এগোচ্ছে, ৬০-৭০ বছর বাদে কলকাতা শহর, মুম্বাই শহর থাকবে না। এই হচ্ছে পুঁজিবাদ। এই পুঁজিবাদ আপনার ঘরেও ঢুকছে অন্য রূপে। এই যে ঘরে ঘরে অশান্তি, বৃদ্ধ বাবা-মাকে ছেলে দেখে না। বড়লোক ঘরের একদল আছে বৃদ্ধ বাবা-মাকে টাকা দিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠায়। শেষ জীবনে যে একটু ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি তার কাছে থাকবে সেই আশা-

আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ। কেউ কেউ তো বাবা-মাকে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে, গলা টিপে হত্যা করছে সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায়। গরিব আত্মীয়কে দেখে না, এই নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা— এটাও পুঁজিবাদের সৃষ্টি। এই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই মহান মার্ক্সবাদী চিন্তনায়ক সর্বহারা মুক্তি আন্দোলনের পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর ছাত্র কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড ইয়াকুব পৈলান, কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার সহ আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আজও আমরা এই শিক্ষা বহন করে চলি এবং আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।

কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার যে ভাবে একটা সাধারণ স্তর থেকে কঠিন-কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে শিবদাস ঘোষের উপযুক্ত ছাত্র হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য বিরামহীন ভাবে লড়াই করে এই ধরনের একটা শ্রদ্ধার উঁচু আসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, তা থেকে শিক্ষা নেওয়াই এই স্মরণসভার একমাত্র তাৎপর্য। তাঁর সেই সংগ্রামের শিক্ষাকে পাঠ্যে করে, সেই ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যদি আমরা, আপনারা আরও এগোতে পারি, তাহলেই এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সার্থকতা। না হলে নিছক মাল্যদান, প্রস্তাব গ্রহণ এগুলির কোনও মানে থাকে না।

পরিশেষে আমার আবেদন, এই জেলার মাটিতেই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টির প্রতিষ্ঠা। এই জেলাতেই প্রথম শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই জেলাই প্রথম বিধানসভায় বিপ্লবী প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র হিসেবে। ফলে এই জেলার যারা আপনারা আছেন, আমি চাই আপনারদের ঘরের সন্তানদের এক জনকে হোক, দু'জনকে হোক, দলের হাতে তুলে দিন। যেমন করে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের দাদা কমরেড প্রফুল্ল সরকার আমাকে বলেছিলেন— আমি ভেবেছিলাম, আমি পারিনি। আমার বাবা মারা গেল, ভাইবোন ছোট, চাকরি নিতে হল, কিন্তু আমার ভাই-বোন পরিবারকে আমি পার্টির হাতে তুলে দিয়েছি। আমি আপনারদের বলতে চাই, আপনারদের ঘর থেকে সন্তানদের দিন, ছেলেমেয়েদের দিন। তারা টাকা রোজগার করতে না পারুক, কিন্তু মানুষ হিসাবে তারা বড় হবে। তাদের মধ্য থেকে আগামী দিনে আরও দেবপ্রসাদ সরকার জন্ম নেবে, আরও ইয়াকুব পৈলান জন্ম নেবে, আরও রবীন মণ্ডল জন্ম নেবে, আরও আমার আলি হালদার জন্ম নেবে, হাকিম শেখ জন্ম নেবে, ধীরেন ভাণ্ডারী জন্ম নেবে, এরকম আরও বীর যোদ্ধা জন্ম নেবে। আপনারা সেইভাবে এগিয়ে আসুন, পার্টিকে রক্ষা করুন, সংগঠন গড়ে তুলুন, আরও মজবুত করুন।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর উস্থি লোকাল কমিটির একনিষ্ঠ কর্মী কমরেড তপন কপাট নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ অসুস্থতার পর ১৪ জুন সন্ধ্যায় কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার পর দলের স্থানীয় কর্মীরা ও এলাকার মানুষ সেখানে গিয়ে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড মাদার আলি নস্করের পক্ষে মাল্যদান করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জয় মণ্ডল।



১৯৮০-র দশকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় কমরেড তপন কপাট দলের সংস্পর্শে আসেন। স্থানীয় নানা আন্দোলনে বিশেষ করে শিক্ষা আন্দোলনে এলাকায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালুর দাবিতে দলের ডাকা বনধ সহ নানা কর্মসূচি রূপায়ণ করতে গিয়ে বহুবার পুলিশি অত্যাচারের শিকার হন। উদ্যোগী ও দরদি মনোভাবের জন্য তিনি সহজে অন্যদের আপন হয়ে যেতেন। তিনি নাটক, গান ইত্যাদির অনুরাগী ছিলেন। নিজে গান লিখতেন ও সুর দিতেন। তাঁর এই গুণাবলি মানুষকে সহজে আকর্ষণ করত। এরই ফলে এলাকায় সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে ‘খেয়ালি সংঘ’ তাঁকে অভিভাবকের মতো পেয়েছিলেন। মহান মনীষীদের জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্ম যাতে মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হতে পারে, এলাকায় সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে— ক্লাব সংগঠক হিসাবে সে বিষয়ে তিনি সর্বদাই উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন।

দলের নির্দেশে তিনি বহু বার নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তাঁর কথা বলার ধরনে প্রথমে অনেকে ভুল বুঝলেও, তাঁর উদ্যোগী দরদি সংস্কৃতিপ্রেমী চরিত্রের জন্য পরে তাঁরাই তাঁর আপনজন হয়ে গেছেন। দীর্ঘ অসুস্থতার সময়কালেও তিনি দলের কাজকর্ম ও কমরেডদের সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। কমরেড তপন কপাটের প্রয়াণে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে, সাধারণ মানুষ হারাল তাঁদের আপনজনকে। ৩ জুলাই তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেউলা কল্পতরু নার্সারি স্কুলে স্মরণসভা হয়। দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জয় মণ্ডল সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা স্মৃতিচারণা করেন।

কমরেড তপন কপাট লাল সেলাম

গরিব মানুষের খাদ্যেও জিএসটি

একের পাতার পর

যে বিশেষ পদক্ষেপের কথা বলে থাকেন, তা যে আসলে দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণকে আর্থিকভাবে আরও নিংড়ে নেওয়া তাতে কোনও সন্দেহ রইল না। অন্য দিকে ঘটায় ৭০ থেকে ৯০ কোটি টাকা আয় করা একচেটিয়া পুঁজির মালিক ও একত্রে ৫৫ লক্ষ কোটি টাকার মালিক ১৪২ জন ধনকুবের যাতে আরও সমৃদ্ধি লাভ করে চলতে পারেন তার জন্য এদের সম্পদে তিনি কোনও হস্তক্ষেপ করার চেষ্টাই করেননি। এই হল বিজেপি সরকারের ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’ নিশ্চিত করার পথ। জিএসটি এলে জিনিসপত্রের দাম কমবে, বিজেপি সরকারের এই প্রতিশ্রুতি যে কত বড় ভাঁওতা ছিল, তা পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমরা বারবারই দেখিয়েছি, সংকটগ্রস্ত মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে তাদের সেবায় নিযুক্ত বিজেপি দেশবাসীকে ক্রমবর্ধমান শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা, নির্যাতন ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। তাই কোটি কোটি শোষিত মানুষের আজ প্রয়োজন সমস্ত দ্বিধা, দোদুল্যমানতা ঝেড়ে ফেলে স্থির সংকল্পে সংগ্রামের জন্য এক্যবদ্ধ হওয়া। সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে সংগঠিত, দীর্ঘস্থায়ী এবং শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে এই অত্যাচারী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং তার পদলেহী সরকার শোষণ নিপীড়নের স্টিমরোলার চালিয়ে জনগণকে আরও বেশি বেশি করে পিষতে থাকবে।

শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে পুরুলিয়ায় ডিএম দপ্তর ঘেরাও এআইডিএসও-র



পুরুলিয়া জেলার স্কুলগুলিতে অবিলম্বে শিক্ষক নিয়োগ করার দাবিতে ১৫ জুলাই ডিএম দপ্তর ঘেরাও করল এআইডিএসও।

দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকায় জেলার বহু স্কুল এমনিতেই খুঁকছে। তার ওপর উৎসাহী পোর্টালের মাধ্যমে জেলার প্রায় এক হাজার শিক্ষক বদলি নিয়েছেন। ফলে ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে ভয়ঙ্কর সমস্যায়। বাগমুণ্ডি, ঝালদা, বরাবাজার, বান্দোয়ান, বলরামপুর, কোটশিলা, জয়পুর ব্লকের বেশিরভাগ স্কুলে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের পঠন-পাঠন প্রায় বন্ধ। গার্লস স্কুলগুলিতেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষিকা নেই। জুনিয়র স্কুলগুলিতে কোথাও একজন, কোথাও বা দু'জন শিক্ষক দিয়ে কাজ চলছে। বাগমুণ্ডি ব্লকের বীরগ্রাম হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রী ১৮০০, শিক্ষক মাত্র ২ জন। বাগমুণ্ডি গার্লস-এ ১১০০ জন ছাত্রী, ২ জন শিক্ষিকা। এরকমই ভয়াবহ অবস্থা বেশিরভাগ স্কুলের।

এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবিতে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা ১৫ জুলাই জেলাশাসক দপ্তর ঘেরাও করে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এক হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী জুবিলি ময়দানে সমবেত হয়ে সুসজ্জিত মিছিল করে ডিএম অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে দপ্তর ঘেরাও করে রাখা হয়। বিক্ষোভ সভায় সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সামসুল আলম বলেন, গোটা রাজ্যেই শিক্ষকের অভাবে স্কুলগুলি খুঁকছে। পুরুলিয়া জেলার স্কুলগুলির অবস্থা আরও করুণ। অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের দাবি আদায়ে তিনি আরও জোরদার আন্দোলনের আহ্বান জানান। জেলা সম্পাদক বিকাশ রঞ্জন কুমারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিতে যান। ডেপুটেশন গ্রহণ করে এডিএম(জি) এই সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। দাবি পূরণ না হলে জেলায় বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন নেতৃত্বদ।

আদানির স্বার্থে জমি দখল, রুখলেন গ্রামবাসীরা

ঝাড়খণ্ডে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বাংলাদেশে বিক্রি করে মুনাফা করার উদ্দেশ্যে আদানি গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে মুর্শিদাবাদের গ্রামবাসীদের মতামতের তোয়াক্কা না করে তাঁদের জমির ওপর টাওয়ার, হাই টেনশন তার টানার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

২ জুলাই সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসন কোনও আগাম নোটিস ছাড়াই ফরাক্কা ব্লকের দাদনটোলা, গোলাকান্দি সহ চারটি গ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আম-লিচু বাগানের গাছ কেটে বিদ্যুতের তার টানতে গেলে গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ক্ষিপ্ত রাজ্য সরকারের পুলিশ নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে, বাড়ি বাড়ি হামলা চালিয়ে মহিলাদের আক্রমণ করে, গ্রামবাসীদের গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলা দেয়। এই ঘটনা সিপিএম আমলে টাটার স্বার্থে সিঙ্গুরে জমি দখলের স্মৃতিকে উসকে দেয়।

পুলিশি অত্যাচারেই শেষ নয়, তার পরেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘরে ঘরে গিয়ে গ্রামবাসীদের ভয়-ভীতি, হুমকি দেওয়া চলতে থাকে। তা সত্ত্বেও এলাকাবাসীকে ভয় দেখানো যায়নি। গ্রামবাসীদের নিজস্ব সংগঠন 'জমি-জীবন-জীবিকা লুট বিরোধী জনগণের কমিটি' গোলাকান্দি গ্রামে

১৭ জুলাই একটি কনভেনশন ডাকে এবং তাতে সিপিডিআরএস সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, এআইকেকেএমএস সহ নানা কৃষক সংগঠনকে আহ্বান জানান। কনভেনশনে সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে সংগঠনের সহ-সভাপতি আইনজীবী অনুরাধা মণ্ডল, অধ্যাপক সৌম্য সেন সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। গ্রামবাসীরা তাদের লড়াইকে আরও শক্তিশালী করার শপথ নেন। কমিটির সাথে আলোচনা ছাড়া আদানি কোম্পানি বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনও উদ্যোগ নিলে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। কমিটির পাশে থেকে সমস্ত রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস।

১৮ জুলাই, জঙ্গিপুর কোর্টে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া ৭ জন গ্রামবাসীর শুনানির সময় সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে আইনজীবী অনুরাধা মণ্ডল, মির্জা নাসিরুদ্দিন, জিয়ারুল হক জামিনের জন্য দৃপ্ত সওয়াল করেন। তাদের যুক্তিতে বিচারপতি অভিযুক্তদের জামিন দেন এবং কর্পোরেটদের সামনে প্রশাসন যেভাবে মাথানত করছে, তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কমিটি ২০ জুলাই জেলাশাসক দপ্তর অভিযান করে।

মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক
এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট-এর
প্রতিষ্ঠাতা

কমরেড শিবদাস ঘোষ
জন্মশতবর্ষ উদযাপন

৫ আগস্ট ২০২২
উদ্ভবিনী
অনুষ্ঠান

পেয়ারেলাল ভবন অডিটোরিয়াম, দিল্লি। ৫ আগস্ট ২০২২। বেলা ১১টা

বক্তা : কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, পলিটবুরো সদস্য
সভাপতি : কমরেড সত্যবান, পলিটবুরো সদস্য

রাজ্য জুড়ে
কমরেড শিবদাস ঘোষ
জন্মশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান
৫ আগস্ট, বিকেল ৪টে

- পান্ডুশালা হল, কোচবিহার
বক্তা- কমরেড সৌরভ মুখার্জী, সভাপতি- কমরেড শিশির সরকার
- মিত্র সন্মিলনী হল, শিলিগুড়ি
বক্তা- কমরেড মানব বেরা, সভাপতি- কমরেড তপন ভৌমিক
- মালদা কলেজ অডিটোরিয়াম, মালদা
বক্তা- কমরেড স্বপন ঘোষাল, সভাপতি- কমরেড দুলাল রাজবংশী
- গ্র্যান্ট হল, বহরমপুর
বক্তা- কমরেড তরুণ মণ্ডল, সভাপতি- কমরেড সাধন রায়
- সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা
বক্তা- কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, সভাপতি- কমরেড সুরভ গৌড়ী
- এলআইসি গ্রাউন্ড, মেদিনীপুর শহর
বক্তা- কমরেড চিরঞ্জন চক্রবর্তী, সভাপতি- কমরেড অনুরূপা দাস
- ধর্মশালা হল, বাঁকুড়া
বক্তা- কমরেড সান্টু গুপ্ত, সভাপতি- কমরেড পঞ্চগনন প্রধান
- টাউন হল, বর্ধমান
বক্তা- কমরেড কমল সাঁই, সভাপতি- কমরেড মদন ঘটক
- শিবনাথ শাস্ত্রী হল, জয়নগর
বক্তা- কমরেড সুভাষ দাশগুপ্ত, সভাপতি- কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী